উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নভেম্বর, ২০১৪

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

প্রেরক ঃ মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান
.....উপজেলা পরিষদ
জেলা .....

বিষয় ঃ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা।

সূত্র ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-উজে-২/এম-১৬/২০০২/৭০১; তারিখঃ ১৩ অক্টোবর,২০০৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সীমিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে সূত্রোল্লিখিত স্মারকে এ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে জারিকৃত উক্ত নীতিমালার কতিপয় ধারা সংশোধন ও সংযোজন করে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

৩. এ নির্দেশিকা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মনজুর হোসেন)
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল),.....বিভাগ।
২. জেলা প্রশাসক (সকল),.....জেলা।
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),.....বিভাগ।
৪. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),..... জেলা।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল),.....উপজেলা.....জেলা।
৬. ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান(সকল),.....,উপজেলা পরিষদ,.....জেলা।

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপসচিব
ফোন-ফ্যাক্সঃ ৯৫৬২২৪৭

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর,২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
৫. সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, আগারগাঁও/কাকরাইল, ঢাকা।
৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

১০/১১/১৪

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপসচিব

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যবহার নির্দেশিকা

উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৮-এ প্রত্যেক উপজেলার জন্য একটি নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান ছিল। এ নিজস্ব তহবিলের অন্যতম উৎস ছিল উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি, বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল, নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দান ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়। এছাড়া সরকারি অনুদান/উন্নয়ন বরাদ্দও এই তহবিলের অন্যতম উৎস ছিল। পরবর্তীকালে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা ব্যবহারকল্পে অনুসরণীয় নির্দেশিকায় এ বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। নির্দেশমালা অনুযায়ী পরিষদ তহবিল প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলঃ

ক. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা;

খ. উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা।

২. প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ আয় হতে নির্ধারিত ব্যয় সম্পন্ন করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ পরবর্তী বছরের উন্নয়ন জমায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান প্রচলিত আছে, যা প্রতিপালিত হওয়ার নজির খুব কম লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এ উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান আছে। অন্যদিকে উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সময়ে সময়ে পরিপত্র জারি করে এ তহবিলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা, সীমিত স্থানীয় সম্পদ ব্যয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যয়ের জন্য জারিকৃত সকল নির্দেশনা/নীতিমালা/নির্দেশ বাতিল করে এ বিভাগের ১৩-১০-২০০৯ তারিখেণ উজে-২/এম-১৬/২০০২/৭০১ নং স্মারকের নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উক্ত নির্দেশিকার কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করা হলো। সরকার আশা করে যে, এ নির্দেশিকা রাজস্ব তহবিলের সদ্ব্যবহার ও যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৩. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের উৎস ঃ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর উৎস হবে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি হতে প্রাপ্ত আয়, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ৪র্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ আরোপিত বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, হাট-বাজার ইজারালব্দ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%), স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের ১%, ভূমি উন্নয়ন 'কর' এর ২%, পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা, পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল পরিচালনা ঃ পরিষদের রাজস্ব তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যৌথভাবে এ তহবিল পরিচালনা করবেন।

৫. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ ঃ প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে শর্তসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করা যাবেঃ

(ক). উপজেলাপরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ ঃ উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কোন অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৭,০০,০০০/-(সাত লক্ষ) টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না এবং

এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সমতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতিত কোন নতুন ভবন নির্মাণ বা কোন ভবন সম্প্রসারণ করা যাবে না।

(খ). জাতীয় দিবস উৎযাপন ঃ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে জাতীয় দিবস উৎযাপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

(গ). উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের উপ-২/১পি-৮৮/২০০৬/৩২২ নং পরিপত্র অনুসরণপুর্বক উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক রাজস্ব তহবিলের অর্থে উপজেলা কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যাবে। রাজস্ব তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে একাধিক অর্থ বছরে তা বাস্তবায়ন করা যাবে। কোন অবস্থাতেই উন্নয়ন তহবিলের অর্থে সীমানা প্রাচীর নির্মান করা যাবেনা। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অবশ্যই যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

(ঘ). অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয় ঃ কোন অত্যাবশ্যকীয় স্থাপনার জরুরী মেরামত ও পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড, বেওয়ারিশ লাশ দাফন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বছরে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা যাবে। বাস্তব পরিস্থিতির আলোকেই এরূপ ব্যয়ে সতর্ক ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(ঙ). এডিপি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ঃ যেসব প্রকল্প এডিপি বা সরকারের অর্থায়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সেসব প্রকল্প উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এরূপ কোন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্ত বায়িত হলে তা আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চ). অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ঃ উপজেলা পরিষদের TO&E-তে অন্তর্ভুক্ত কোন অফিস সরঞ্জাম উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে সংগ্রহ/ক্রয় করা যাবে। তবে এ ব্যয় কোনক্রমেই এক বছরে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকার বেশি হবে না।

(ছ). আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত ঃ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল দ্বারা পরিষদের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত করা যাবে। এ খাতে ব্যয় বছরে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্যে সীমিত থাকবে। নতুন আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। নতুন আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ব্যয় বছরে ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্যে সীমিত থাকবে।

(জ). আপ্যায়ন ব্যয় ঃ পরিষদ সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ১৭(সতের)টি কমিটির সভাসহ অন্যান্য আপ্যায়ন বাবদ মাসিক সর্বোচ্চ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা যাবে।

(ঝ). আনুষঙ্গিক ঃ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান/নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক পরিষদের জন্য অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারী দ্রব্যাদি উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ক্রয় করা যাবে। তবে এখাতে মাসিক সবোর্চ্চ ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

(ঞ). অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত ঃ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান/নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক পরিষদের জন্য উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে অফিস সরঞ্জামাদি যেমন কম্পিউটার,

ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত করা যাবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

(ট). পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত ঃ পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত ও ক্রয় ইত্যাদি উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে।

(ঠ). অডিট ফি ঃ এ বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত অডিট ফার্মের ফি সরকার অনুমোদিত রেটে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে।

(ড). মামলা মামলা পরিচালনা ব্যয় ঃ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত]-এর আওতায় উপজেলা পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা ব্যয় রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যাবে। তবে এ ব্যয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলার/আদেশ অনুযায়ী হতে হবে।

(ঢ). বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিল, ভূমি উন্নয়ন কর,ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি পরিশোধ ঃ বিদ্যুৎ বিল, সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির বিল, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর/হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ইত্যাদি উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা বিধি মোতাবেক পরিশোধ করা যাবে।

(ণ). যানবাহন মেরামত ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-১/গাড়ী/(২)-২/৯৯/৯৩(৪৭২) নং স্মারক অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ যানবাহন মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিল হতে বছরে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।

(ত). মালি/সুইপার নিয়োগ ঃ সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে সরকার অনুমোদিত হারে দৈনিক চুক্তিতে একজন মালি ও একজন সুইপার নিয়োগ করা যাবে।

(থ). এছাড়া উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে নিম্নরূপ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে ঃ

(১). হস্তান্তরিত সায়রাত মহলের আয় হতে সরকারি পাওনা পরিশোধ;

(২). পরিষদ কর্তৃক কর আদায়ের জন্য ব্যয় ।

(দ). সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন ঃ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা যাবে। সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।

(ধ). উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা ঃ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা প্রদান করা যাবে।

(ন). গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ঃ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন প্রতি সর্বসাকুল্যে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৪,০০০

(চার হাজার) টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

(প). **ফরমালিন,ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণ কীট ইত্যাদি ক্রয় ঃ** মোবাইল কোর্টের চাহিদা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ফরমালিন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণের জন্য কীট ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা যাবে। তবে এ বিষয়ে এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না। এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৬. অনুচ্ছেদ ৫(ক-ন) পর্যন্ত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ ঃ

ক). নির্দেশিকার ৫(ক-ন) পর্যন্ত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ নিম্নরূপভাবে বিভাজন করতে হবেঃ

(১)	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন চলমান প্রকল্প, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, দৃশ্যমান প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা পরিষদের আয়বর্ধক প্রকল্প ইত্যাদি-	৯০%
(২)	রিজার্ভ (সংরক্ষিত)-	১০%

খ). উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের ১নং খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদনগ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি'র কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনক্রমে অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রেরিত অগ্রায়ন পত্রে প্রকল্পের নাম আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকল্পর সংখ্যা ১০টির বেশী হলে প্রকল্প তালিকার সফট কপি (সিডি/পেনড্রাইভ) প্রেরণ করতে হবে। খন্ড খন্ডভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নের প্রবনতা পরিহার করতে হবে।

গ) দৈব দুর্বিপাক বা অন্য যে কোন জরুরী প্রয়োজনে রিজার্ভ ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করে ব্যয় করা যাবে। রাজস্ব তহবিলের অব্যয়িত অর্থ প্রতি অর্থ বছরে ৩০ জুন এর পর উন্নয়ন তহবিলে জমা করতে হবে।

৭. উপজেলা পরিষদের যাবতীয় টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ আয় রাজস্ব তহবিলে জমা করে টেন্ডার সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয় নির্বাহের পর সিডিউল বিক্রির অবশিষ্ট অর্থ প্রচলিত বিধানমতে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী এ বিষয়ে ২৪-০৭-১৯৯৭ তারিখে এ বিভাগ হতে জারিকৃত ৫৮৩ নং পরিপত্রের নির্দেশ যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবেন। টেন্ডার সিডিউল বিক্রির অবশিষ্ট অর্থ রাজস্ব তহবিল গণ্যে ব্যয় করা যাবে না।

****